শ্রদ্ধেয় পাঠক সমীপেষু

আকাশ মালিক

আমার **'ইসলামী নারী'**
http://www.vinnomot.com/Akash/IslamiNari3.pdf

লেখাটি বলতে গেলে সম্পূর্ণই হজরত আশরাফ আলী থানভীর (রঃ) **'কোরআন হাদিসের আলোকে পারিবারিক জীবন'** থেকে নেয়া। বইখানি দিয়েছিল আমার ছোট ভাই। সে কলেজ জীবন থেকে ইসলামী ছাত্র-শিবিরের ঘোর সমর্থক। বর্তমানে ইংল্যান্ডে সপরিবারে আছে। সে জানে আমি আরবী, ফারসী ও উর্দুতে তার চেয়ে অনেক বেশী ইসলামী কেতাব পড়েছি। ঈদে-পর্বে এক গাদা বাংলা ইসলামী বই নিয়ে আসে আমার জন্যে। একাত্তুরে আমার বয়স ছিল ১২ আর সে ছিল পাঁচ বৎসরের শিশু। বাবা নেই, আমাকে সে বাবার মতই শ্রদ্ধা করে। কাতর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে- 'বইগুলো পড়ে দেখুননা, আমি নিশ্চিত আপনার ভুল ভাঙ্গবে।' আমার জন্যে তার বড়ই দুঃখ হয়। আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বল্লো- ভাবী আপনার কি দুঃখ হবেনা, ফেরেস্তারা যখন আমাদের সম্মুখ দিয়ে ভাইকে দোজখে নিয়ে যাবেন? আমি বল্লাম- তোমরা সে করুণ দৃশ্যটা বুঝি বেহেস্তের বারান্দায় বসে দেখবে? তার কথা-বার্তায় মনে হয় জামাতের হাতে বৃদ্ধ মারওয়ান ফেরেস্তা বেহেস্তের চাবি হস্তান্তর করে অগ্রীম পেনশন নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছেন। জামাতের মারফত বেহেস্তের টিকেটটা তার হাতে এসে গেছে আর তা তার পকেটে স্ব-যতনে ভাঁজ করা আছে। আমি বল্লাম-

- তুমি 'কোরআন হাদিসের আলোকে পারিবারিক জীবন' বইখানি সম্পূর্ণ পড়েছো?
- নিশ্চয়ই পড়েছি।
- কারণ বশতঃ স্ত্রীকে প্রহার করা, বেত্রাঘাত করা সমর্থন করো?
- তা, করবো কেন? ইসলামে জবরদস্তি নেই, ইসলাম কখনো মারামারি, ফিতনা-ফ্যাসাদ, হত্যা, সন্ত্রাস সমর্থন করেনা।

আমার ভাইকে কোন্ বইয়ের রেফারেন্স দেখাবো? রেফারেন্সতো তার হাতেই আছে। তবে সে দেখলোনা কেন? প্রশ্নটি আমার এক বন্ধুকে করেছিলাম। সে নাকি বাংলায় ডাবল এম, এ পাশ। কোরআনের সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতটি দেখায়ে বল্লাম-

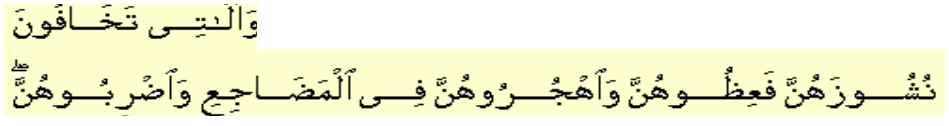

নারী যদি পুরুষের অবাধ্য হয়, যদি নারী বিদ্রোহ করে, তাদেরকে প্রথমে বুঝাও, তাতে যদি কাজ না হয় তাহলে তোমার বিছানায় আসতে নিষেধ করো, তাতে ও যদি বশ না মানে, তাদেরকে প্রহার করো, পিটাও।

- তুমি আয়াতটির অর্থ জানো?
- না, আমি তো আরবী জানিনা।
- আমি বলবো?
- আপনি সঠিক তরজমা করছেন, বিশ্বাস করি কিভাবে?
- বাংলা কোরআন খোলে দেখাবো?
- বাংলা কোরআন দিয়ে আসল অর্থ খোঁজে বের করা মুস্কিল।
- মৌলানা মওদুদীর ইংরেজী তরজমা দেখাবো?
- ওরাতো অপব্যাখ্যা করে।

বন্ধুটিকে আমার ঘরে রক্ষিত দুই অনুবাদকের দুটি বাংলা কোরআন, ইন্টারনেট থেকে তিনটি ইংরেজী ও তিনটি বাংলা অনুবাদ দেখালাম। তার বিশ্বাস হলোনা নারী প্রহার কোরআনে থাকতে পারে। সুতরাং তার দৃষ্টিতে সকল অনুবাদকই অপব্যাখ্যাকারী। কেন তারা বিশ্বাস করতে পারছেনা? কারণ Memory Card full. ব্রেইন নিস্ক্রীয় হলে চোখ খোলা থাকা আর না থাকা সমান। বিশ্বাসের ডিস্ক থেকে কিছু Saved Files delete না করা পর্যন্ত চোখ খোলা থাকলেও অন্য কিছু দেখা সম্ভব নয়। কার অনুবাদ তারা বিশ্বাস করবে? একমাত্র তাদের, যারা বলবে- আয়াতটির অর্থ হচ্ছে 'তাতে ও যদি নারী বশ না মানে, তাদেরকে প্রহার নয়, মধু-চুম্বন দাও।' এরকম মৌলানা-মৌলভীর অভাব কি বাংলাদেশে আছে যারা বলতে পারেণ- মানুষের মেরুদন্ডের নীচ-ভাগ থেকে ডারউইনের বানরের লেজ খসার মত, কালের পরিবর্তনে কোন এক সময় বিবি আয়েশার বয়সের ১৭ থেকে ১ সংখ্যাটি খসে পড়ে গেছে?

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,
আপনাদের রিস্পন্স দেখে, আপনাদেরকে পাঠক বলে সম্বোধন করে, একই সাথে লজ্জা ও গর্ববোধ করছি। লজ্জাবোধ করছি এই ভেবে, আমি আবার লেখক হলাম কোত্থেকে? সবটুকু কৃতিত্বইতো শ্রদ্ধেয় কুদ্দুস সাহেব, অভিজিৎ দা ও তাঁদের সম্পাদক মন্ডলীর। গর্ববোধ করছি কারণ কামরান মীর্জা ও কাশেম ভাইয়ের মত বিজ্ঞ লোক আমার ক্ষুদ্র লেখাটির ওপর মন্তব্য করেছেন। কাশেম ভাইয়ের মুক্তমনায় ইংরেজীতে লেখা '১৬ই ডিসেম্বর একাত্তুরের সেই দিনগুলো'
http://www.mukto-mona.com/Articles/kasem/december16_71.htm

পড়ে চোখে জল এসেছিল। দুঃখ হয় এই ভেবে- আমিতো কোনদিন নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তিযুদ্ধের ওপর কিছু লিখতে পারবোনা, কারণ আমি তখন ছোট ছিলাম। নতুন প্রজন্মের যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, কাশেম ভাইয়ের লেখায় তাদের জন্য অনেক কিছু জানার আছে। কথা উঠেছে আমার লেখা 'ইসলামের জন্ম ও হজরত উসমানের (রাঃ) যুগ' এর রেফারেন্স নিয়ে। আগেই একটা কথা বলে নেওয়া ভাল। কোরআন ব্যতিত মোহাম্মদের পয়গাম্বরী থাকেনা, আর হাদীস ছাড়া ইসলাম অর্থহীন। সুতরাং সব চেয়ে বড় অবং উত্তম রেফারেন্স হলো কোরআন আর হাদীস সমুহ। কওমী ও গভর্ণমেন্ট মাদ্রাসায় পাক ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস পড়ানো হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু ১৪ ডিসেম্বরের রায়ের-বাজারের বুদ্ধিজীবি হত্যা নেই, ৭মার্চ, ২৫ মার্চ, দুই লক্ষ নারী ধর্ষন নেই, রাজাকার, আলবদর নেই। পাকিস্থানীরা একাত্তুরের ইতিহাসে, পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী, দখলদার বাহিনী শব্দ লিখবেনা এটাই স্বাভাবিক। ত্রিশ বৎসরের পাকিস্থানী যুবক ততক্ষন পর্যন্ত ঘুনাক্ষরেও জানতে পারবেনা বাঙ্গালীদের

মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, যতক্ষন পর্যন্ত না সে বাংলাদেশী লেখকের বাংলায় লেখা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়েছে। প্যাল্যাষ্টাইনের ইতিহাসে ইসরাইলের আগ্রাসনবাদী চরিত্র নিয়ে যতকিছু লিখা থাকুক না কেন, গাজা উপত্যকায় বড় হওয়া ২৫ বৎসরের ইসরায়িলী যুবকের কাছে সে ইতিহাসের কোন মূল্য নেই, গাজা তার দেশ তার জন্ম ভুমি। সাদ্দাম হোসেনের বাত-পার্টি কর্তৃক তাদের দীর্ঘ শাসনামলের ইতিহাসে কুর্দিস্থানের হত্যাযজ্ঞের উল্লেখ না থাকারই কথা। মুসলমান কর্তৃক লিখিত ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম শাসকদের নেগেটিভ দিক তোলে ধরা হবে তা আশা করা যায়না। বেশ কয়েক বছর আগে এক ইরানী বন্ধুর সাথে কাজ করতাম। আয়াত উল্লাহ খোমেনী তখন ইরানের শাসনকর্তা। তার কাছ থেকে ধ্বংস-যজ্ঞের দিন-তারিখ দিয়ে, চিত্র সহকারে ফারসী ভাষায় লিখিত ইরানের ইতিহাস পড়ে বারবার মনে হয়েছে- সেকালে ভীত-সন্ত্রস্ত ইরানী মায়েরাও কি ভারতের সো'লে ছবির ভাষায় বলতেন- *ছু যা বেটা, অর না খালিদ বিন ওলিদ আ যায়েগা।* আমার বড় আশা ছিল, কোন সন্দিহান পাঠক আমার লেখার বিপরীত ধর্মী একটা লেখা দিয়ে দেখিয়ে দেবেন, হজরত আলী ও বিবি আয়েশার মধ্যকার জামাল যুদ্ধ ইসলামী জেহাদ ছিল, অথবা কোন্ কোন্ যুদ্ধ ইসলাম প্রচারে ডিফেন্সীভ, আর কোন্ কোন্ যুদ্ধ রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে অফেন্সীভ ছিল। আমার জানামতে একমাত্র খন্দকের যুদ্ধ ব্যতিত, বদর থেকে কারবালা পর্যন্ত সবগুলো যুদ্ধই ছিল অফেন্সীভ। মীর মোশারফ হোসেনের 'বিষাধ সিন্ধু' আর গোলাম মোস্তফার 'বিশ্ব-নবী' সাহিত্য বা উপন্যাস হতে পারে কিন্তু ইতিহাস মোটেই নয়। যে সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়ে কারবালার সুত্রপাত, সাহাবী হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ) ছিলেন এর মূল পরিকল্পনাকারী। বিষাধ সিন্ধুতে এজিদের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা। কাশেম ভাই ঠিকই বলেছেন আমার লেখায় Tabari বর্ণীত ঘঠনাবলী সংযুক্ত করা হয়েছে তবে লেখার মূল ভিত্তি নয়। বেশীর ভাগই বাংলাদেশী মৌলানাদের লেখা খোলাফায়ে রাশেদীনদের জীবন চরিত থেকে সংগৃহীত। কিছু সুত্র সাইয়্যেদ আবুল আ-লা মওদুদীর 'খেলাফত ও মুলকিয়াত' থেকে আর কিছুটা ইসলামী ওয়েব ম্যাগাজিন থেকে ধারকৃত। বাংলায় লেখা হজরত উসমানের জিবনী বইটিতে হত্যাকারী ৯৩ জন লোক ঘরে ঢুকেছিল সত্য, তবে তাতে বলা হয়েছে ৪জন ছিল সক্রীয় অস্ত্রচালনাকারী এবং মোহাম্মদ বিন আবুবকরকে মূল খুনী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

শ্রদ্ধেয় আব্দুল খালিক সাহেব তাঁর ই-মেইলে লিখেছেন-

It is not correct that we are believing our history blindly. কোন মুসলমানকে এতো সুন্দর এবং সাহসী কথা বলতে আমি এর আগে কোনদিন শুনি নাই। মুসলিম, অমুসলিম, আস্তিক, নাস্তিক যারা এমন কথা বলেছেন তাদের অনেককেই অন্ধ-বিশ্বাসীরা (Blindly believers) বিষ প্রয়োগে, গলা কেটে, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। এখানে নবী মোহাম্মদের উক্তি স্মরণ করা যাক- 'আশারায়ে-মোবাশ্বারা দুনিয়ায় জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত দশজন সাহাবী। জেনে, না-জেনে, স্ব-জ্ঞানে অ-জ্ঞানে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, দেখে, না-দেখে (blindly) যারা আমার সাহাবীগনের সমালোচনা করলো, তারা আমারই সমালোচনা করলো। আর যারা আমার সমালোচনা করলো, তারা আল্লাহকেই অস্বীকার করলো, এবং যারা আল্লাহকে অস্বীকার করলো তারা কাফির।' সত্যের সকল দরজায় তালা মেরে চাবিটা নবীজী নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন। খালিক সাহেব অন্ধ-বিশ্বাসমুক্ত ইসলামী ইতিহাস লিখুন, শ্রদ্ধাভরে মনযোগ সহকারে আপনাদের লেখা পড়বো।